বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৭ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৬

যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনো-সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আলী ওয়াক্কাস*
মো: আব্দুল জলিল**
ফারহানা ইসলাম***

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নারী। এদেশের সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সমগ্র জনসংখ্যার সুষম উন্নয়ন। এক্ষেত্রে নারী সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণ পূর্বক উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন সময়ের অন্যতম দাবীতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে নারীর অবয়ব হলো শান্ত, কোমল, মানবিক আর প্রতিরোধে ইস্পাত কঠিন-এভাবে যুগ যুগ ধরে কবি সাহিত্যিকরা নারীদের উপস্থাপিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু প্রেক্ষাপট হলো ভিন্ন, নারীরা যতই কোমল, শান্ত ও প্রতিরোধে ইস্পাত কঠিন হোক না কেন পরিস্থিতির কাছে তারা অসহায়। বাংলাদেশের নারীর অধঃস্তনতা সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সকল স্তরে ব্যাপক। এর অন্যতম কারণ হলো পিতৃতান্ত্রিকতা, ভোগবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রচলিত মূল্যবোধ (হাসানুজ্জামান ২০০২)। এসব প্রতিকূলতা ও অসহায়ত্ব মাঝে মাঝে নারীকে অন্ধকার জগতে পা বাড়াতে বাধ্য করে। সমগ্র বিশ্বেই নারীরা এখন ভোগবাদী ব্যবস্থার কারণে ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিকভাবে ধর্ষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে (সরকার ২০১৪)।

অসহায়ত্ব ও বেঁচে থাকার নির্মম আকুতিতে অনেক সময় নারীরা বেছে নেয় অজানা অধ্যায়। আমাদের সমাজব্যবস্থার বাস্তবতায় এমন অনেক নারী আছে যাদের সকল দায়িত্ব নেয়ার মতো পুরুষ অভিভাবক থাকে না। রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিবার ও সমাজ বেষ্টনীর বাইরে এসে নারীরা যখন বেঁচে থাকার উপায় খুঁজতে থাকে, তখন তাদের যৌনতার দাবীদার হয়ে দাঁড়ায় অনেক পুরুষ (তাহমিনা ২০০০)। যৌনকর্মে নিয়োজিত নারী এ বিষয়টি মূলত নব্বইয়ের দশকের প্রথমভাগে সমাজে দৃশ্যমান হয় (Sultana 2015)। নানাবিধ বাস্তবতায় বর্তমান সময়ে আলোচিত প্রপঞ্চ হলো যৌনকর্মে নিয়োজিত নারী ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের জন্য লাগসই কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে পুনর্বাসন ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। পরিস্থিতির শিকার হয়ে যেসব নারী এ পেশায় এসেছে তারা আঘাত পেয়ে বিভিন্ন ধরনের মনো-সামাজিক জটিলতায় আক্রান্ত হচ্ছে, যা তাদের মনোজগতে একধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর এ কারণেই এ পেশায় নিযুক্ত নারীরা মূল্যবোধ দ্বন্দ্ব ও অসহায়ত্বে ভোগে (Ullah 2005)। সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে ও মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ জীবন যাপনের ফলে এসব নারী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় সমাজের অন্যান্য স্বাভাবিক নারীর মতো সুন্দর ও সুস্থ যাপিত জীবনের অধিকার থেকে বিচ্যুৎ হয়ে যায়। ফলে মূলধারায়

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ।
** অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ।
*** সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, মুরারী চাঁদ কলেজ, সিলেট, বাংলাদেশ ।

সম্পৃক্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এসব প্রতিকূলতা, বাঁধা ও জটিলতার কারণে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্র থেকে নিজেদের ঘুটিয়ে ফেলে। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব সেহেতু পারিবারিক মোহ তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায় অনেক সময় স্বপ্ন দেখে ফিরে আসার কিন্তু পারে না। এ পেশায় নিযুক্তি তাদের মনস্তাত্তিক জগতে চরম চাপের রেখা ফেলে এবং মাঝে মাঝে নৈতিক অনুশোচনায়ও তাড়িত হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকি ও বার্ধক্যজনিত নিরাপত্তাহীনতা এবং যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনোজগতে অনিশ্চয়তার আঁধার সৃষ্টি করে। এ প্রবন্ধে মূলত যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনো-সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুতসই কার্যক্রম ও নীতি প্রণয়নের আলোকে যাতে এসব নারী আলোর সন্ধান পায়- সেই প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনো-সামজিক অবস্থা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ শীর্ষক সম্পাদিত গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদেরর মনো-সামজিক অবস্থার ব্যাপারে সম্যক ধারণা ও জ্ঞানলাভ এবং এ সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে সুপারিশ প্রদান করা। অধিকন্তু এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট কতগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১. যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

২. যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা ।

৩. যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের প্রতি পরিবার ও সমাজের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ।

৪. এ সকল নারীদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ, পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে সুপারিশ প্রদান করা।

৩। গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার মূল পদ্ধতি হলো সামাজিক জরিপ। সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজস্থ সমস্যা সম্পর্কে অধ্যায়ন করা সম্ভব এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলী অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য হয় এবং এ ক্ষেত্রে নমনীয়তার নীতিও অনুসরণ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনো-সামজিক অবস্থা বিশ্লেষণের নিমিত্তে সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক উভয়ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধানত প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সাক্ষাৎকার অনুসূচী ও পর্যবেক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক উৎসের পাশাপাশি প্রবন্ধ, বই, গবেষণাপত্র ও ইন্টারনেট ইত্যাদি গৌণ উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই সমীক্ষায় সিলেট শহরে অবস্থানরত সামাজিক প্রতিবন্ধীদের সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৩০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিসংখ্যানিক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪। গবেষণার ফলাফল

৪.১। জন্মস্থান

যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা বাংলাদেশে বিভিন্নস্থান থেকে সিলেট শহরে এসে দেহ ব্যবসায় সম্পৃক্ত হয়েছে। মূলত যেসব এলাকায় এসব মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সাধারণত সেসব এলাকায় তারা এ পেশায় সম্পৃক্ত থাকে না। যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা মূলত ভাসমান অবস্থায় থেকে-এ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেরা জড়িত থাকছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এসব নারীর কেউই নিজ এলাকায় যৌন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। সারণি ১ থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতার জন্মস্থান ঢাকা অর্থাৎ ২৬.৭ শতাংশ। যৌনকর্মে নিয়োজিতদের ১৬.৭ শতাংশ সিলেট শহরে এসেছে কুমিল্লা থেকে। পক্ষান্তরে নারায়নগঞ্জ থেকে এসেছে ১৩.৩ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায়, শহরায়ন, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতা ও অসঙ্গতি এসব নারীর এ পেশায় আগমনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

সারণি ১: সিলেট শহরে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের জন্মস্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ধরন	চলক	গণসংখ্যা	শতকরা
যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের জন্মস্থান সম্পর্কিত	বরিশাল	০২	৬.৭
	ফরিদপুর	০১	৩.৩
	কুমিল্লা	০৫	১৬.৭
	চট্টগ্রাম	০১	৩.৩
	নোয়াখালী	০২	৬.৭
	সিলেট	০১	৩.৩
	ঢাকা	০৮	২৬.৭
	শরীয়তপুর	০১	৩.৩
	বিবাড়ীয়া	০১	৩.৩
	টাঙ্গাইল	০১	৩.৩
	গোপালগঞ্জ	০১	৩.৩
	নেত্রকোণা	০২	৬.৭
	নারায়নগঞ্জ	০৪	১৩.৩

উৎস: মাঠ জরিপ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

৪.২। বৈবাহিক অবস্থা, বিয়ের স্থায়িত্বকাল এবং স্বামীর সাথে বসবাস

বাংলাদেশে আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, নারীরা সাধারণত কম বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অধিকাংশ নিম্নবিত্ত পরিবারে কম বয়সে বিয়ের স্থায়ীত্ব নানা কারণে কম এবং বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন ও যৌতুকের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের হারও বেশি। ইউনিসেফের প্রতিবেদন ২০১৫ অনুযায়ী, বিশ্বে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। এদেশে ১৫ বছরের কম বয়সী নারীদের বিয়ের হার ২৯ শতাংশ (পান্না ১৪২৫) যদিও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন-১৯২৯ অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ ও ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কম বয়সে বিয়ের কারণে এর স্থায়িত্বকালও কম হয়ে থাকে। নিম্নআয়ের পরিবারগুলোতে তুলনামূলকভাবে এ হার বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইনগতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না কিন্তু উভয়ই আলাদা বসবাস করে। শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্যতা, যৌতুকের প্রভাব ইত্যাদি কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। সারণি-২ এ যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীর বৈবাহিক অবস্থা, বিয়ের স্থায়িত্বকাল ও স্বামীর সাথে বসবাসের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ২: যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীর বৈবাহিক অবস্থা, বিয়ের স্থায়িত্বকাল ও স্বামীর সাথে বসবাস

ধরন	চলক	গণসংখ্যা	শতকরা
বৈবাহিক অবস্থা	বিবাহিত	১৭	৫৬.৭
	অবিবাহিত	১৩	৪৩.৬
	তালাকপ্রাপ্তা	০৪	২৩.৫
	পরিত্যাক্তা	১১	৪১.২
বিবাহকালীন বয়স	< ১০ বছরের নীচে	০১	৩.৩
	১১-১৪ বছর	১১	৩৬.৭
	১৫-১৮ বছর	১৬	৫৩.৩
	> ১৮ বছর	০২	৬.৭
বিয়ের স্থায়ীত্বকাল	< ২ বছরের নীচে	০৮	৫৩.৩
	৩-৪ বছর	০৩	২০.০
	৫-৬ বছর	০২	১৩.৩
	৭-৮ বছর	০১	৬.৭
	> ৯ বছরের উপরে	০১	৬.৭
স্বামীর সাথে যোগাযোগ	আছে	০২	১১.৮
	নাই	১৫	৮৮.২

উৎস: মাঠ জরিপ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদেরকে নানাবিধ কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব, অভিভাবকের আর্থিক অসঙ্গতি ইত্যাদি নিয়ামক উপাদান হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ৫৬.৭ শতাংশ নারী বিবাহিত ও ৪৩.৩ শতাংশ অবিবাহিত। বিবাহিত নারীদের মধ্যে ৪১.২ শতাংশ স্বামী পরিত্যাক্তা ও ২৩.৫ শতাংশ তালাকপ্রাপ্তা।

সারণি-১ এ প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের বিবাহের বয়স প্রায় ক্ষেত্রেই বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯ এর সাথে বেমানান। সারণিটি থেকে দেখা যায় যে, ৩৬.৭ শতাংশ নারীর বিবাহকালীন সময়ে বয়স ১১-১৪ বছর এবং ৫৩.৩ শতাংশের বয়স ১৫-১৮ বছর, যা জাতীয় পরিসংখ্যানের চেয়ে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, নিম্নআয়ের পরিবারগুলোতে বিবাহ বিচ্ছেদ ও স্বামী পরিত্যাক্তার হার অনেক বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আইননানুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ সংগঠিত হয় না কিন্তু স্বামী-স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বহুবিবাহেরও প্রচলন রয়েছে। যার কারণে বিয়ের স্থায়ীত্বকালও কম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনেক কারণ দায়ী যেমন শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্যতা, যৌতুকের প্রভাব, স্বামীর খারাপ চরিত্র ইত্যাদি। সারণিতে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, ৫৩.৩ শতাংশ বিয়েই বিয়ের দুই বছরের মধ্যে ভেঙ্গে যায় এবং ৮৮.২ থাংশ উত্তরদাতার সাথে তাদের স্বামীদের কোনো যোগাযোগ নেই।

৪.৩। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ

মানব জন্মের পর থেকে তাকে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। সমাজ বিবর্তনের এক পর্যায়ে এসে নারীদেরকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। অনুসন্ধান ও পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের বিকাশের সাথে এ পেশার সম্প্রসারণের একটা যোগসূত্র রয়েছে। এ পেশায় কোনো নারীর আগমনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যতা অন্যতম নিয়ামক হলেও অভাবের কারণে কোনো নারী পতিতাবৃত্তিতে এসেছে বলে কোথাও তথ্য সংগ্রহকালে শোনা যায়নি। তবে অভাবের সুযোগ নিয়ে দালালরা বিভিন্ন কৌশলে মেয়েদের পতিতাবৃত্তিতে আসতে বাধ্য করে। এছাড়া কর্মের লোভ দেখিয়ে, প্রেমের প্রলোভন, প্রতারণা, ভাল চাকুরীর সুযোগ, বিয়ের প্রস্তাব, অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং ফুসলিয়ে পালাতে বাধ্য করা হয়- এমনকি অপহরণ করেও কথিত প্রেমিকরা দালালদের কাছে অসহায় নারীদের বিক্রি করে দেয়। আশ্রয়হীন, তালাকপ্রাপ্তা, নদী ভাঙ্গনের শিকার নারীরা কর্মের সন্ধানে শহরমুখী হলে সেখানে গিয়েও অনেক সময় দালালদের খপ্পরে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। চিত্র-১ এ দেখা যায় যে, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবে প্রধানত প্রলোভন ও প্রতারণা চলকই সর্বাংশে দায়ী। উত্তরদাতাদের ৩৬.৭ শতাংশ প্রলোভন ও প্রতারণাকে এ পেশায় আসার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বয়স কম বলে অনেক মেয়েই ঝগড়া করে, অভিমান বা স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং ফেরার কোনো পথ না পেয়ে দালালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে এ পেশায় নাম লেখায়, যার হার ২০ শতাংশ। দারিদ্র্যতার কারণে পরোক্ষ প্রভাবেও অনেকে পতিতাবৃত্তিতে আসে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ১০ শতাংশ মনে করে যে দারিদ্র্যতার পরোক্ষ প্রভাবেই তারা পেশায় এসেছে। অসহায়, পরিত্যাক্তা, অভিমানী নারীদের অনেক সময় দালালেরা বিয়ের আশ্বাস ও প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৬.৭ শতাংশ নারী বিয়ের আশ্বাসে প্রতারিত হয়ে এ পেশায় পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। চিত্র ১-এ যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ১: পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ

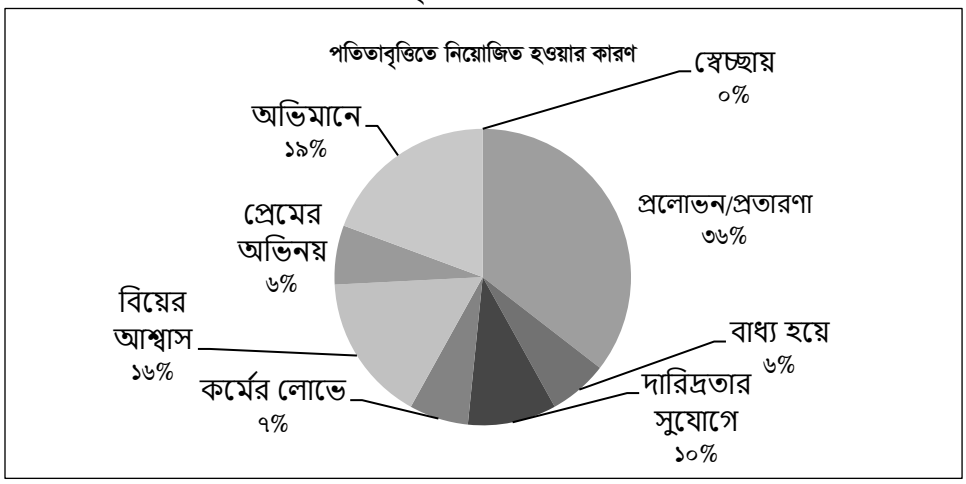

উৎস: মাঠ জরিপ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

৪.৪। পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্তির বয়স

যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা নানাবিধ প্রেক্ষাপটে এ পেশায় সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। যদিও জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ তে বলা আছে সকল প্রকার সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কথা, তথাপি শিশু বয়সেই নারীরা নানা কারণে এ পেশায় যুক্ত হয়। যদিও আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা আইন, নীতি ও সনদে বলা আছে (শিশু আইন ২০১৩, জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতিসংঘ শিশু সনদ ১৯৯০)। কোনো বয়সেই আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তি স্বীকৃত নয়। যেহেতু আঠার বছর বয়স হয়ে গেলে যেকোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় নোটারী পাবলিক দ্বারা এফিডেভিট করিয়ে দেহ ব্যবসার লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারে এবং যেহেতু পতিতালয়গুলো চলছে ও সমাজে দেহভোগের চাহিদা রয়েছে সেহেতু দালালরা দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগে অভাবগ্রস্ত মেয়েদের পতিতাবৃত্তিতে সম্পৃক্ত করছে (হান্নান ২০০২)।

চিত্র ২: পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার বয়স

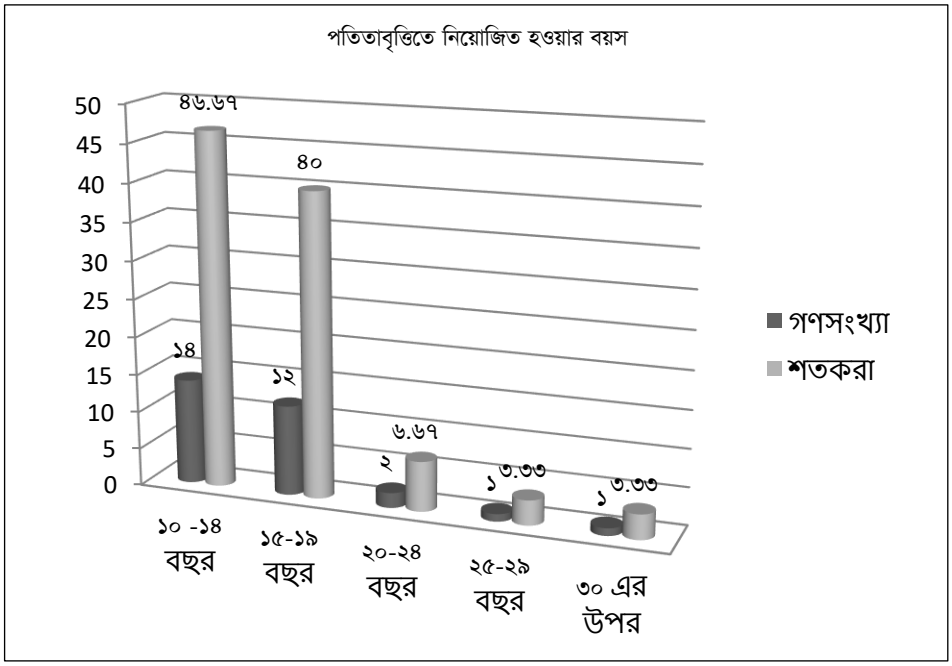

উৎস: মাঠ জরিপ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

চিত্র ২-এ প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের সাধারণত খুব কম বয়সে এ পেশায় আগমন ঘটে। প্রায় ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা ১০-১৪ বছর বয়সে ও ৪০ শতাংশ ১৫-১৯ বছর বয়সে এ পেশার সাথে যুক্ত হয়। যা শিশু অধিকার আইন, জাতীয় শিশু নীতি এমনকি জাতিসংঘ শিশু সনদ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

৪.৫। জীবন ও জীবিকার প্রতি মনোভাব

বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ তে বিয়ে, পাচার, বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে বাধ্য করা থেকে সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে তথাপিও দেখা যায় বাঁচার তাগিদে, প্রলোভন, প্ররোচনায় বাধ্য হয়ে আমাদের দেশে অনেক কন্যা শিশু পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। বাস্তবে সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি এ কাজের স্বীকৃতি দেয় না। সমাজস্থ মানুষজন এদেরকে ভাল চোখে দেখে না। এ পেশার প্রতি যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ এ পেশার প্রতি তাদের মনোভাব কি ও কেমন তা কেউ বিবেচনায় নিতে চায় না। সারণি ৩-এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা এ পেশার ব্যাপারে কেমন দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পোষণ করে।

সারণি ৩: জীবন ও জীবিকার প্রতি মনোভাব

ধরন	চলক	গণসংখ্যা	শতকরা
যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে নিজস্ব মনোভাব	ইতিবাচক	০১	৩.৩
	খুব ইতিবাচক	০	০.০০
	নিরপেক্ষ	০২	৬.৭
	নেতিবাচক	২৩	৭৬.৭
	খুবই নেতিবাচক	০৪	১৩.৩

উৎস: মাঠ জরিপ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

উত্তরদাতাদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এ পেশার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব নেতিবাচক। প্রায় ৭৭ শতাংশ উত্তরদাতার মতে এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ, এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং পাপের কাজ বলেও অনেকে মনে করেন। যেখানে ১৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতার বক্তব্য হলো এ পেশা খুবই খারাপ এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো খুবই নেতিবাচক সেখানে ৬.৭৭ শতাংশ উত্তরদাতার দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ কারণ তাদের যুক্তি হলো হাতে টাকা আসে, পেটে অন্ন জুটে অতএব সংসারও চলে। যদিও জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ তে বলা আছে অতি দরিদ্র পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।

৪.৬। মানসিক অবস্থা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। বিশাল এ জনস্রোতকে বাইরে রেখে লাগসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়, যদিও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ এ বলা হয়েছে লিঙ্গীয় সমতার কথা। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে নারী সমাজ নানাভাবে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত। উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হলো বিষন্নতা, আতংকবোধ, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, বড় দুর্ঘটনা, শারিরীক, মানসিক আঘাতের পর বারবার সেই স্মৃতি তাড়িয়ে বেড়ানো, খাদ্যাভ্যাসজনিত সমস্যা, কন্যা সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়া, যৌন হয়রানির শিকার, নারীর প্রতি সমাজের হেয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং যৌতুক সহ পারিবারিক নির্যাতন। এক্ষেত্রে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের চিত্র আরও ভয়াবহ। মূলত জীবনযুদ্ধে প্রতারণার শিকার হয়ে এবং বাঁচার তাগিদে সমাজের এ নিগৃহীত পেশায় অসহায় নারীদের আগমন। চিত্র ৩-এ প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৩০ শতাংশ)

নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন কারণ তারা জানেন যৌবন শেষে এ পেশার কোনো কদর থাকবে না, বার্ধক্যের অনিশ্চয়তায়ও যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আবার ২৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মানসিক দুশ্চিন্তায় এবং ১৩ শতাংশ জীবনসঙ্গী ও পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে একাকীত্বে ভোগে। তবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষণের আলোকে বলা যায় যে, যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ না থাকায় এসব পেশায় নিযুক্ত উত্তরদাতারা একাকীত্ব ও হতাশায় ভোগে। একজন উত্তরদাতার জবানিতেই বোঝা যায় তাদের মানসিক অবস্থার ভয়াবহতার চিত্র।

> "আপনারা সহজেই সমাজের মানুষের সাথে চলতে পারেন, মিশতে পারেন কিন্তু আমরা তা পারিনা সমাজের মানুষ আমাদের খারাপ মেয়ে ভাবে। এ কারণে নানা রকম কটুক্তি করে। আমরা সবার মতো সংসার পরিবার করতে পারি না। বর্তমানে আমার শরীর গতর ভাল, যৌবন আছে যার কারণে খদ্দেরও আছে, টাকাও কামাইতে পারি কিন্তু যৌবনের শেষে যখন দেহের বিনিময়ে কামাই করতে পারমু না তখন আমার কি হবে।"

এ বক্তব্য থেকে উত্তরদাতাদের মানসিক অবস্থা বোঝা যায়। চিত্র ৩-এ যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ৩: মানসিক অবস্থা

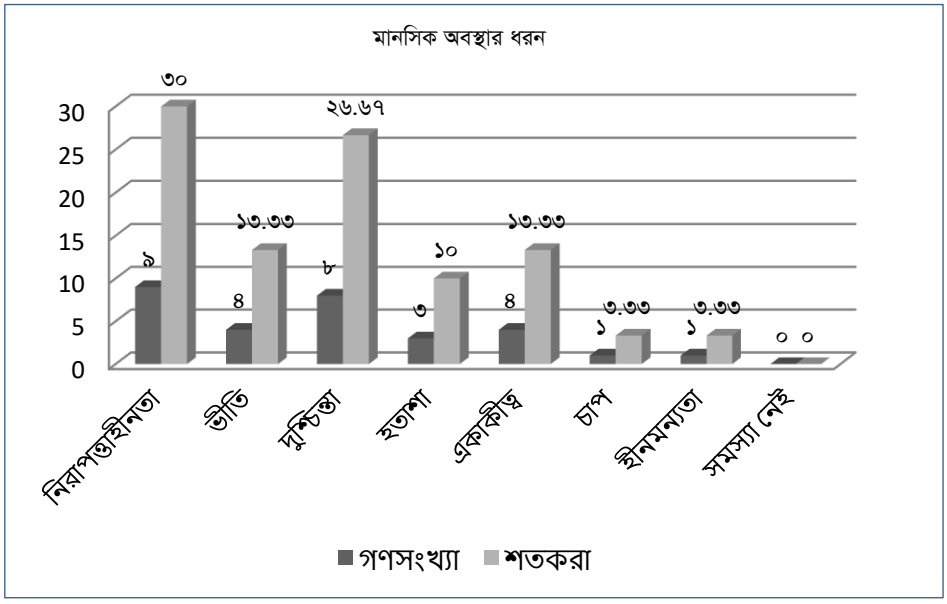

উৎস: মাঠ জরিপ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

৪.৭। বিচ্ছিন্নতা বোধ

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাধানিষেধের কারণে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা সামাজিক জীব হিসেবে স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পাওে না। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসব, পার্বন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তারা সহজে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায় না। যার ফলে তাদের মাঝে একধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগ্রত হয়। এতে যারা পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত অধিকাংশ নারী নিজেদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে। তাদের মতে তারা সমাজের আর দশজনের মতো স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। পরিবারে ফিরে যাবার প্রবল আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও তারা যেতে পাওে না। এর ফলে তারা বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে যায়। মানসিক অসহায়ত্ব তাদেরকে নেশার জগতে পা বাড়াতে বাধ্য করে এমনকি জীবন ও সমাজের প্রতি বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে তারা আত্মহত্যার মতো নেতিবাচক দিকেও ঝুঁকে পড়ে। আলোচ্য গবেষণায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরা নিষিদ্ধ পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের বিচরণ একেবারে না থাকায় তাদের মাঝে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করে।

৪.৮। সমাজের বোঝা

যৌনকর্মে নিয়োজিত অনেক নারীই শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে সমাজের বোঝা এ প্রত্যয়টিও ভালভাবে অনুধাবন করতে পাওে না। কারণ বাংলাদেশে অনেক নারীই শৈশব ও কৈশোরে নানাভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে (২০১৮) দেখা যায়, এ দেশে প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজন কোনো না কোনো ভাবে শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় দেখা গেছে, মোট উত্তরদাতার ৭২.২ শতাংশ নারী নিজেদের সমাজের বোঝা মনে করে। যার ফলে পরিবার ও সমাজ তাদের গ্রহণ করতে চায় না, সমাজ ভাল চোখে দেখে না। একজন উত্তরদাতার জবানিতেই এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> "আমরা সমাজের বোঝা কারণ আমাদের কারণে সমাজের অনেক উঠতি ছেলে নষ্ট হয়- সমাজের চোখে যা খারাপ সেই কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখছি, সমাজের মাঝে আমাদের কোনো জায়গা নেই। আমার মাধ্যমে সমাজের কোনো লাভ বা উপকার হওয়ার সুযোগ নেই, তাই আমি সমাজের বোঝা।"

৪.৯। পরিবার ও সমাজের মনোভাব

আবহমানকাল হতেই নারী পুরুষ একসাথে মিলেমিশে কাজ করে আসছে এবং বিশ্বসভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এ যে, বিশ্বের কোথাও নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পতিতাবৃত্তি সুপ্রাচীনকাল থেকেই এ ধরায় বিভিন্ন সমাজে দেখা গেলেও সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবার এমনকি ধর্মে কোনো ইতিবাচক স্থান নেই। দারিদ্র্যতা, অসহায়ত্বসহ নানারকম কারণে যদিও নারীরা এ পেশায় পা বাড়ায় তথাপি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিতে যৌনকর্মে নিয়োজিত মেয়েদের গ্রহণযোগ্য কোনো স্থান নেই। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও পর্যবেক্ষণের আলোকে এসব মেয়েদের প্রতি পরিবার ও সমাজের মনোভাব উপস্থাপন করা হলো সারণি ৪-এ।

সারণি ৪: পরিবার ও সমাজের মনোভাব

ধরণ	চলক	গণসংখ্যা	শতকরা
যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের ব্যাপারে পরিবারের মনোভাব	খুব ভাল	০	০.০
	ভাল	০	০.০
	মন্তব্য নেই (জানা নেই)	১২	৪০.০
	খারাপ	১৩	৪৩.৩
	খুব খারাপ	০৫	১৬.৬
সমাজের মনোভাব	খুব ইতিবাচক	০	০.০
	ইতিবাচক	০	০.০
	জানা নেই	০৩	১০.০
	নেতিবাচক	১০	৩৩.৩
	খুব নেতিবাচক	১৭	৫৬.৭

উৎস: মাঠ জরিপ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

সারণি ৪ থেকে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ (৪৩ শতাংশ) তাদের ব্যাপারে পরিবারের মনোভাব খারাপ বলে মনে করে। যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা যে এ পেশায় নিযুক্ত রয়েছে অনেক পরিবারই তা জানে না। যদি তাদের নিজ পরিবার জানতে পারে যে তারা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে, তাহলে তারা কখনোই পরিবারে ফিরে যেতে পারবে না অর্থাৎ পরিবার তাদেরকে গ্রহণ করবে না। পরিবারের মনোভাব তাদের ব্যাপারে কেমন সে বিষয়ে ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা জানেই না। তবে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা বিশ্বাস করে যে, পরিবার তাদের ব্যাপারে মোটেই কোনো ভাল ধারণা পোষণ করে না। কারণ সমাজ, পরিবার এমনকি সংস্কৃতি কোনো ক্ষেত্রই পতিতাবৃত্তিকে ইতিবাচক বা ভাল কাজ বলে মনে করে না।

বৃহৎ পরিসরে মানুষ হিসেবে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরাও এ সমাজের অংশ। সারণি ৪-এ প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায় যে, কোনো সমাজ ব্যবস্থাই এ পেশাকে ভাল চোখে দেখে না যদিও সব সমাজে সর্বকালেই এ পেশার কার্যক্রম বর্তমান। উত্তরদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকালে ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ সমাজের কোনো মানুষই তাদের ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে না এমনকি যারা খদ্দের (যারা যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীর দেহ ভোগ করে) তারাও পতিতাবৃত্তিকে ঘৃণিত পেশা হিসেবে দেখে থাকে। উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশির (৫৬.৭ শতাংশ) মতে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের ব্যাপারে সমাজের মনোভাব খুবই নেতিবাচক। কারণ সমাজ মনে করে এসব মেয়েরা নিজেরা খারাপ ও চরিত্রহীন এবং পাশাপাশি সমাজের উঠতি বয়সের ছেলেদের মাথা খারাপ করে ফেলছে ও সমাজকে কলুষিত করছে। অন্যদিকে উত্তরদাতাদের ৩৩.৩ শতাংশ যৌনকর্মীদের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নেতিবাচক বলে মনে করে।

৫। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বর্তমান গবেষণা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীসমাজ নানা কারণে অবহেলিত ও পিছিয়ে রয়েছে অথচ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এদেরকে সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্তকরণের জন্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বাংলাদেশের সংবিধান, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও আইন দ্বারা সুরক্ষার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এসডিজি (২০১৫-২০৩০) এর অন্যতম লক্ষ্য হলো জেন্ডার সমতা-যার ৫.১-এ সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন, ৫.২-এ যৌন নির্যাতন ও সকল ধরনের নির্যাতনসহ ব্যক্তি জীবনে নারীদের সহিংসতা রোধের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্যে সরকার সর্বদা নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে নির্ধারিত সময়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে- যারই বাস্তব প্রতিফলন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)। এতে জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে এমন একটি সমাজ বিনির্মানের কথা বলা হয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং সমতার ভিত্তিতে উভয়ই সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। অথচ যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনো-সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ বিষয়ক গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাধানিষেধের কারণে যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীরা সামাজিক জীব হিসেবে স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পারে না। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরা যেহেতু নিষিদ্ধ পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের বিচরণ একেবারে না থাকায় তাদের মাঝে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করে, যার ফলে তারা নিজেদেরকে সমাজের বোঝা মনে করে। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীদের প্রতি বিশেষ নজর না দিলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সুফল ভোগ প্রায় অসম্ভব। এ পেশায় নিয়োজিত নারীদের সার্বিক মান উন্নয়নে যদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, তবেই আশা করা যায় এ দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাঁতে পারবে।

৬। সুপারিশ

যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনো-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নকল্পে এবং সমাজে মূলধারায় তাদের সম্পৃক্তকরণের নিমিত্তে নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে প্রদান করা হলো।

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নারীদের যেসব অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

- এসব নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীর জন্য বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

- যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনোসামাজিক উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সারাদেশের সব জেলা শহরে সম্প্রসারিত করা।

- পতিতাবৃত্তির ক্ষতিকর দিকগুলোর ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রলোভন, বঞ্চনা, দারিদ্র্যতার সুযোগে নারী-শিশুদেরকে যাতে এ পথে নিয়ে যেতে না পারে সেলক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা।

- যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের উদ্ধার করে সরকারি সেবা কেন্দ্রে প্রেরণের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসন, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান, নিরাপত্তা প্রদান ও কারিগরি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি এবং এক্ষেত্রে সমাজের সচেতন সবার সহযোগিতা লাভের জন্য বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা।

৭। উপসংহার

বাংলাদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রপঞ্চের নিরিখে দেখা যায় যে নারী সমাজ আজও অনেক পিছিয়ে আছে যদিও সামাজিক উন্নয়নের নানাবিধ মানদণ্ডের আলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সাংবিধানিক সুরক্ষা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, শিশু আইন ২০১৩, জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারীর প্রতি সহিংসতা (প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত) ২০০৩ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ, বাল্যবিবাহ রোধ, পারিবারিক অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, শিশুর বয়স নির্ধারণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে যুগান্তকারী ভূমিকা পালনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তথাপি নারীরা সমাজ, পরিবার এমনকি সমষ্টিতে অনেক রকমের প্রলোভন, প্ররোচনা, অসহায়ত্বের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের পরিবারের নারীরা। এ প্রবন্ধে মূলত যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মনো-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক অবস্থা নিরূপণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরা নানাবিধ কারণ ও প্রেক্ষাপটে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না আবার এসব মেয়েদের উন্নয়নের গতিধারার বাইরে রেখে এদেশের সামগ্রিক ও লাগসই উন্নয়নও সম্ভব নয়। আলোচ্য গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ পেশার ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়। যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের মানসিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে যথোপযুক্ত নীতি প্রণয়ন, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, বিদ্যমান নীতি ও আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার এখনই উপযুক্ত সময়। তবেই এদেশ লাগসই ও লিঙ্গীয় সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Sultana, Habiba (2015): "Sex Worker Activism, Feminist Discourse and HIV in Bangladesh," *Culture, Health & Sexuality*, 17:6, 777-788. DOI: 10.1080/13691058.2014.990516

———(2017): "Sex as "Work": The Bangladeshi Context," *New Zealand Journal of Asian Studies*, 19 (1).

Ullah, AKM Ahsan (2005): "Prostitution in Bangladesh: An Empirical Profile of Sex Workers," *Journal of International Women's Studies*, 7(2): 111-122.

আইন মন্ত্রণালয়: *শিশু আইন-২০১৩*, আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আল মাসুদ, হাসানুজ্জামান সম্পাদিত (২০০২): ''বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ," ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

কবীর, রোকেয়া (২০১৯): ''নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ," *দৈনিক যুগান্তর*, ১৩ জুন।

তাহমিনা, কুরবাতুল আইন ও মোড়ল শিশির (২০০০): ''বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি জীবনের দামে কেনা জীবিকা," সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট।

পান্না, নুসরাত জাহান (১৪২৫): "কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন: একটি পর্যালোচনা," খণ্ড-৩৬, বার্ষিক সংখ্যা, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

পরিকল্পনা কমিশন (২০১৭): *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ* (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত), *পরিকল্পনা কমিশন*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এপ্রিল ২০১৭।

পরিকল্পনা কমিশন (২০১৬): *সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)*, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০১১): *জাতীয় শিশু নীতি-২০১১*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ফেব্রুয়ারি-২০১১।

হান্নান, শাহ আব্দুল (২০০২): *নারী ও বাস্তবতা*, এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

হাসান, রওশন, "সভ্যতায় নারীর অধিকার ও অবদান," *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ আগস্ট, ২০১৭

সরকার, চিত্তরঞ্জন (২০১৪): "নারীর পণ্যায়ণ, পুরুষতন্ত্র ও ধর্ষণ," সংখ্যা-১৯, *নারী ও প্রগতি*, বিএনপিসি, ঢাকা।